যায়যায়দিন

তারিখ 01 SEP 2008
পৃষ্ঠা - ১০ কলাম - ২

৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পিডি ও ভিসি নিয়োগের দাবি

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়

রংপুর প্রতিনিধি

প্রধান উপদেষ্টা ঘোষিত রংপুরে, পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন হবে কি না তা নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। রবিবার রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন পেশার মানুষ এ শঙ্কা প্রকাশ করেন। তাদের দাবি, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক ও উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। তা না হলে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়বে। এছাড়াও এ সভায় রংপুরের নবাগত ভিসির মাধ্যমে একই দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্বাধীনতার ৩৭ বছরের উন্নয়নবঞ্চিত রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা দেন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। তার এ ঘোষণায় রংপুরের সর্বস্তরের শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে আশার আলো দেখা দেয়। এ আশায় বুক বেঁধে থাকেন এ অঞ্চলের মানুষ। তাদের ধারণা, বিগত সরকারগুলোর আমলে রংপুরে উন্নয়ন না হলেও এবার আর বঞ্চিত হতে হবে না। এদিকে ইতিমধ্যেই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কারমাইকেল কলেজের ৭৫ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ৬টি অনুষদের ১২টি বিষয়ে ক্লাস চালুর জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রংপুরের মানুষের দাবি ওঠে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চালু করতে হবে। তা করতে হবে রংপুর শহরের যে কোনো স্থানে একটি ভাড়াবাড়িতে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনো অগ্রগতি না দেখে রংপুরের অনেকের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে আদৌ রংপুরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন হবে কি না। রবিবার স্থানীয় আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক ড. রেজাউল হকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অধিকাংশই এ শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ সভায় সাংবাদিকদের অভিযোগ, বিদায়ী জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমানের কাছে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির কথা জানতে চাওয়া হয়েছিল বারবার। কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের সঠিক তথ্য দেননি। সবসময় তিনি তা পাশ কাটিয়ে গেছেন।